বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ
বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১

শেওলা স্থলবন্দর অবোকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প

স্থানঃ উপজেলা-বিয়ানিবাজার, জেলা-সিলেট

আর্থিক সহযোগিতায়: বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক

পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন

সেপ্টেম্বর, ২০২০

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

ভূমিকা: বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রোজেক্ট-১ (বিআরসিপি-১) এর অর্থায়নের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাংক গ্রুপের সদস্য ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (আইডিএ) থেকে ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ পেয়েছে, যা বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ (বিএলপিএ), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (এমওসি) যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে ।

বিআরসিপি-১ উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে বাণিজ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন, লজিস্টিক জটিলতা কমানো এবং সীমান্ত ব্যবস্থাপনা ও বাণিজ্য সুবিধার আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণকে সমর্থন করা, যা প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যের জন্য অপরিহার্য।

২০১৬ সালে বিএলপিএ শেওলা স্থল বন্দরের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ইয়োশিন-ভিত্তি (Yooshin-VITTI) যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে ইআইএ (EIA) এর কাজ পরিচালনা করে।

শেওলা স্থল বন্দর পরিকল্পিত এবং সমন্বিত উপায়ে উন্নয়ন করা প্রয়োজন। অতএব, উন্নয়নের জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন এবং এজন্য একটি সমন্বিত উন্নয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই উন্নয়নের কার্যক্রমের অধীনে ২২.১০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হবে। সেজন্য উন্নয়নের সাথে সাথে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের পরিবর্তন বিবেচনা করে ইআইএ গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

বর্তমানে জমি অধিগ্রণের কাজ প্রক্রিয়াধিন এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পের অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু হতে যাচ্ছে ।

নীতি, আইনি প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো: পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (ইসিএ, ১৯৯৫) বাংলাদেশের পরিবেশ সুরক্ষা সম্পর্কিত প্রধান আইনগত কাঠামো। এই আইনের আধিনে পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মানের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ এবং সেই সাথে পরিবেশ দূষণ কমানোর জন্য আইন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী, ২০১০ সালে সংশোধিত পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (ইসিআর) ১৯৯৭-এ প্রদত্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রকল্পটি শুরু করার আগে প্রস্তাবিত প্রকল্পকে পরিবেশ অধিদপ্তর (DOE) থেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র পেতে হবে। ইসিআর পরিবেশগত অনুমোদনের উদ্দেশ্যে প্রকল্পসমূহকে বিভিন্ন শ্রেণীতে (সবুজ, কমলা-ক, কমলা-খ এবং লাল) শ্রেণীবদ্ধ করে। স্থলবন্দর নির্মাণ ইসিআর এর বিভিন্ন শিল্প বা প্রকল্পের শ্রেণীবিভাগের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নেই। অন্যান্য স্থল বন্দরের জন্য পাওয়া পরিবেশগত ছাড়পত্র এবং সেসব বন্দরের সাথে জড়িত কাজের পরিধি সম্পর্কে বিএলপিএ-এর পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে, আশা করা যায় যে বিদ্যমান স্থল বন্দরের উন্নয়নের কাজ 'কমলা খ' শ্রেণীতে পড়বে। প্রকল্পটি 'কমলা খ' হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং সেজন্য বিএলপিএ ইতোমধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর (DOE) থেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র পেয়েছে। বর্তমানে এটি নবায়ন করা হয়েছে ।

বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত সুরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে, পরিবেশ মূল্যায়ন (ওপি/বিপি ৪.০১) (Environmental Assessment (OP/BP 4.01) এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। যেহেতু ভোমরা স্থল বন্দরের অবকাঠামো (সম্প্রসারিত) নির্মাণের বেশীরভাগ প্রভাব ঐ স্থানে নির্দিষ্ট এবং আদর্শ প্রশমন ব্যবস্থার মাধ্যমে হ্রাস করা সম্ভব, তাই প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বিশ্বব্যাংকের শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী 'শ্রেণী খ' এর আওতাভুক্ত। এই শেওলা স্থল বন্দরের পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (ইআইএ) প্রতিবেদনটি বিশ্বব্যাংকের নীতি মেনে তৈরি করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের নীতি অনুযায়ী স্টেকহোল্ডার এবং সর্বসাধারণের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রকল্পটি দৃষ্টিগোচর করা হয়েছে।

প্রকল্পের বর্ণনা: কুশিয়ারা নদীকে ব্যবহার করে শেওলা শুল্ক স্টেশনে আমদানি রপ্তানির কার্যক্রম শুরু হয় গত ১৯৪৮ সাল থেকে। ১৯৯৬ সালে এই শেওলা শুল্ক স্টেশন সড়ক যোগাযোগর উপযোগী করে আর্ন্তজাতিক সীমানা থেকে ২.০০ কিলোমিটার ভিতরে দুবাগ ইউনিয়নের শুতারকান্দি নামক জায়গায় স্থানান্তর করে শুল্ক স্টেশনের কার্যক্রম চালু করা হয়। কিন্তু এই শুল্ক স্টেশনের নামকরণ পূর্ববর্তী শেওলা শুল্ক স্টেশন রাখা হয়। পরবর্তীতে যানবাহন ও পরিবহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ও অবস্থানের কারণে প্রয়োজিনীয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশ সরকার গত ৩০/০৬/২০১৫ সালে শেওলা শুল্ক স্টেশনকে শেওলা স্থল বন্দর হিসেবে ঘোষণা করে।

প্রস্তাবিত জায়গায় ও আশেপাশে কোন পাহাড়ের অবস্থান নেই এবং অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য কোন জলাভূমি ভরাটের প্রয়োজন করবে না।

নির্মিতব্য প্রস্তাবিত অবকাঠামোসমূহ নিম্নরূপঃ

- বন্দর সুবিধাসমূহ: প্রশাসনিক ভবন, ওয়্যার হাউজ, ট্রান্সশিপমেন্ট শেড, ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড, বাংলাদেশ ও ভারত ট্রাক টারমিনাল।
- আনুষাঙ্গিক সুবিধাসমূহ: ব্যারাক, ডরমিটরি, রেস্তোরা, সাব-স্টেশন, জেনারেটর, জ্বালানি আধার এবং মসজিদ।
- অবকাঠামো সমূহ: সীমানা প্রাচীর, আভ্যান্তারিণ সড়ক সমূহ, ড্রেন, পায়েচলা পথ, পার্কিং, ল্যান্ডস্কেপিং এবং সীমানা প্রাচীর বরাবর সবুজায়ন।
- বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাবস্থা: বন্দর এলাকায় আলোকিত করণ, সীমানা প্রাচীর আলোকিত করণ, পায়েচলা পথ ও সড়ক সমূহ আলোকিত করণ, সাবস্টেশনে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ডিজেল চালিত জেনারেটর এবং সৌরবাতির ব্যাবস্থাদি।
- পনি সরবারহ ও পয়:নিস্কাশণ ব্যাবস্থা: সার্বক্ষনিক সুপেয় পানির সরবারাহ পদ্ধতি এবং আধুনিকতম পয়:নিস্কাশণ ব্যাবস্থা।
- সুরক্ষা ও নিরাপত্তা: আগুন নির্বাপন ও সনাক্ত করণ। প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যাবস্থা, সিসিটিভি সিস্টেম, জরুরী বিপদ সংকেত ব্যাবস্থা, গাড়ী পার্কিং এর ব্যাবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রিত প্রবেশ পদ্ধতি, শারীরিক নিরাপত্তা এবং পর্যবেক্ষণ টাওয়ার।
- অন্যানা সুবিধাদি: মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত টয়লেট, বিশ্রাম কক্ষ, কাউন্টার এবং শারীরিক প্রতিবন্ধিদের চলাচলের জন্য র‍্যাম্প, সুপেয় পানি।

আনুসাঙ্গিক কার্যক্রম:

সড়ক যোগাযোগ ব্যাবস্থা: সিলেট থেকে শেওলা শুল্ক স্টেশন পর্যন্ত স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর পাকা সড়ক নির্মাণ করেছে। কিন্তু ভারী ও অধিক যানচলাচলের জন্য সড়ক ব্যাবস্থা উন্নত ও প্রশস্থ করা প্রয়োজন। প্রাথমিকভাবে বর্তমান সড়ক ব্যাবস্থা বন্দরে ব্যাবহৃত যানবাহনের জন্য পর্যাপ্ত হলেও পরবর্তীতে সড়ক ব্যাবস্হার উন্নতি প্রয়োজন।

বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাবস্থা: বন্দর ব্যাবস্থা চলমানের জন্য বর্তমানে বিয়ানি বাজার হতে শেওলা বন্দর পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবারহ সম্প্রসারণ করতে হবে। প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ সরবারহ ব্যাবস্থার দূরুত্ব হবে ১৩ কিলোমিটার। ইহা ছাড়াও অতিরিক্ত ২৫ কিলোওয়াট শক্তি সম্পন্ন সৌরবাতির ব্যাবস্থা এবং দুটি' জেনারেটর স্থাপন করা হবে।

অবকাঠামো সমূহের নির্মাণ কালিন সময়ে কর্মকর্তা ও নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য পযাপ্ত সুবিধাদিসহ থাকার ব্যাবস্থা ও নির্মাণ সাগ্রির জন্য পৃথক ব্যাবস্থা থাকবে। প্রথমিকভাবে প্রস্তাবিত জায়গায় ফ্লাড লেভেলের উপরে ভরাট করতে দুই লক্ষ ঘনমিটার ভরাট মাটির প্রয়োজন হবে। আশেপাশের দশ (১০) কিলোমিটার জায়গার মধ্য হতে পরিত্যাক্ত জায়গা অথবা কোনো ভরাট পুকুর হতে উক্ত ভরাট মাটি সংগ্রহ করা হবে। প্রথমিকভাবে বিয়ানি বাজারের কাছাকাছি অকৃষি জমি হিসেবে নয়া দুবাগ, উত্তর দুবাগ এবং কিছু নামহীন জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে।

পরিবেশগত প্রভাবগুলির প্রাথমিক স্ক্রিনিং এবং স্কোপিং:

বর্তমানে অবস্থিত শুল্ক স্টেশনটির আশেপাশের এলাকার মধ্যে শেওলা স্থলবন্দর নির্মাণ করা হবে। প্রস্তাবিত বন্দরের জায়গা নিচু ও সমতল ভূমিতে অবস্থিত যাহা শুষ্ক মৌসুমে পরিত্যাক্ত অবস্থায় থাকে এবং এই সব জায়গায় যানবাহনের পার্কিং এর জন্য ব্যাবহার করা হয়, দক্ষিন দিকে কিছু বাড়ি-ঘর অবস্থিত। প্রস্তাবিত স্থলবন্দর উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত সম্ভাব্য প্রভাবগুলির সংক্ষিপ্তসারটি সম্ভাব্য প্রশমন ব্যবস্থার সাথে নীচে দেওয়া হলঃ

- বন্দরের প্রস্তাবিত জায়গার কিছু অংশ নিচু যাহা বর্ষাকালে পানিতে ভরাট থাকে । মুরিহা হাওড় বন্দরের জায়গাথেকে ১.৫ কি.টা. দক্ষিণে অবস্থিত। সাধারণত এই হাওড়ে মাছের পোনা উৎপাদন হয়। বন্দরের কার্যক্রম সময়ে বর্জ্য পানীয় যাহাতে উক্ত হাওড়ে প্রবাহিত হতে না পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

- আশাপাশের পরিত্যক্ত, অব্যবহৃত, ভরাট পুকুর এবং অকৃষি জমি হতে ভরাট মাটি সংগ্রহ করা হবে। পরিবহনের সময়ে ট্রাকের উপরে ত্রিপল দিয়ে ডেকে রাখতে হবে এবং ধুলাবালি যাতে উড়ে না যায় সেই জন্য পানি ছিটাতে হবে।
- আমদানিকৃত পণ্যের মধ্যে ৯৭% হবে কয়লা। সাধারণ খোলা জায়গার উপরেই লোডিং ও আনলোডিং করা হবে, যাতে কয়লার কণা এবং বর্ষাকালে কয়লা মিশ্রিত পানির প্রবাহ ফ্লিটারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হবে এবং এই ব্যবস্থাপনা প্রজেক্ট এর নকশায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে।
- বন্দরের দক্ষিণ দিকে কিছু বাড়ি ঘড়ের অবস্থান আছে, তাই বন্দর চলাকালিন সময়ে শব্দ দূষণ হবে প্রধান প্রবাহ। কিন্তু ধুলাবালির প্রবাহ অপেক্ষাকৃত কম হবে কারণ বাতাস দক্ষিণ দিক থেকে উওর দিকে প্রবাহিত হয়। বন্দরের উত্তর দিকে অধিকাংশ অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। বন্দর এলাকার চতুরদিকে বাফারজোন এবং বনায়নের সুবিধা রেখে পর্যাপ্ত শব্দ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা সন্নিবেশিত করে প্রকল্পের নকশা প্রস্তুত করা হয়েছে। ধুলিকণার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ছাওনিযুক্ত মালামাল রাখার জায়গা, যাড়ু ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার যন্ত্রপাতি সহ বন্দর সুবিধা সামগ্রির মধ্যে যুক্ত করা হবে।
- বর্তমানে কোনো বর্জ্য, পচা ও পরিত্যক্ত দ্রব্য সংগ্রহ ও বন্দোবস্ত করার ব্যবস্থা নেই। প্রকল্পের নকশার মধ্যে এই ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হবে।
- বন্দর সুবিধাদির মধ্যে মহিলা যাত্রীদের জন্য পৃথক টয়লেট, বিশ্রামগার ও ইমিগ্রেশন কাউন্টার নির্মাণের ব্যবস্থা রেখে নকশা প্রস্তুত করা হবে। শারীরিক প্রতিবন্দিদের চলাচলের জন্য RAMP এর সুবিধা রেখে নকশা প্রণয়ন করা হবে।
- বন্দরের উওর দিকে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের জন্য একটি আকাবাকা খাল আছে, বর্ষাকালে অতিরিক্ত পানি প্রবাহের ফলে খালের পাড় ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। উক্ত খালের পাড় সংরক্ষণ এবং পর্যাপ্ত নাব্যতা রক্ষার ব্যবস্থা রেখে নকশা প্রণয়ন করা হবে।
- নির্মাণ কালীন সময়ে কর্মরত নির্মাণ শ্রমিক ও আশেপাশে চলমান জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তার ব্যাবস্থা করা হবে। এমন কি করোনা মহামারি চলাকালীন সময়ে নির্মাণ শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যাবস্থা করা হবে।

বন্দরের নিরাপত্তাবাহিনী নিয়মিত নিরাপত্তারক্ষী এবং আনসারদের সমন্বয়ে গঠিত। সশস্ত্র পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবি) স্থলবন্দরের জনবল ও সম্পত্তি উভয়ের সুরক্ষার দায়িত্বে থাকবে। তারা বন্দর এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে রাখবে। পাশাপাশি বর্ডার গার্ড অব বাংলাদেশ (বিজিবি) সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিত করবে, এবং চোরাচালান বিরোধী অভিযানের জন্য এবং আন্তঃসীমান্ত অপরাধ তদন্তের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।

পরিবেশগত মূল্যায়ন: প্রকল্পের পরিবেশগত মূল্যায়নটি (EA) বিশ্বব্যাংক এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক (ইএমএফ) ব্যবহার করে এবং ইসিআর' ৯৭ (ECR'9) অনুসরণ করে করা হয়েছে। প্রতিবেদনটিতে, প্রস্তাবিত প্রকল্পের নকশা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রাসঙ্গিক সমস্ত পরিবেশগত সমস্যা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

ইআইএ সমীক্ষার জন্য বেসলাইন সমীক্ষায় নিম্নলিখিত পরিবেশগত সমস্যাগুলি বিবেচনা করা হয়েছিল।

- জমির উন্নয়ন এবং জমি ভরাটে ব্যবহৃত উপাদানের উৎস
- প্রকল্প এলাকার জলানুসন্ধান বিজ্ঞান (হাইড্রোলজি)
- বিভিন্ন প্রজাতির জীব সম্পর্কে ধারনা (উদ্ভিদ, প্রাণী, বিপন্ন প্রজাতি)
- জলবায়ুর অবস্থা (তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা)
- পরিবেশগত গুণমান (বায়ু, পানি, শব্দ)
- আর্থ-সামাজিক অবস্থা (জনসংখ্যা, প্রত্নতত্ত্ব, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি, আদিবাসী, জলের সরবরাহ ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি)

প্রভাব চিহ্নিত করে সে অনুসারে প্রশমন ব্যবস্থাগুলি তৈরি করা হয়েছে।

বিকল্প বিশ্লেষণ: এখানে তিন ধরনের যোগাযোগ ব্যাবস্থা বিদ্যামান, ইহার মধ্যে একটি হলো কুশিয়ারা নদীর নৌপথ ব্যাবহার করে যা বর্তমান শেওলা শুল্ক স্টেশন থেকে তিন কি.মি. উত্তরে অবস্থিত, দ্বিতীয়টি হলো রেল পথ ব্যবহার করে যা ৮ (আট) কি.মি. দক্ষিণে অবস্থিত এবং তৃতীয়টি হলো শেওলা শুল্ক বন্দর যা সড়ক পথে যোগাযোগ রক্ষা করবে। ১৯৪৭ সালের আগে অবিভক্ত ভারতে কুশিয়ারা নদী এবং রেলওয়ে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনসাধারনের যাতায়াত ও মালামাল পরিবহন করা হতো। বর্তমানে অবস্থিত শেওলা শুল্ক স্টেশনকে অধিকোতর উন্নয়ন করার পরিক্লপনা গ্রহণ করা হয়েছে কারণ সীমান্ত রেখার অপরদিকে ভারত স্থলবন্দরের পর্যাপ্ত স্থাপনা তৈরি করেছে। উপরে বর্ণিত তিনটি বিকল্প বিবেচনা করে স্থলবন্দরের স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। সমস্ত বিকল্প ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে প্রচলিত নকশা নির্বাচন করা হয়েছে কারণ এতে বেশিরভাগ সুবিধা পাওয়া যাবে। ঐতিহ্যবাহী, কো-লোকেটেড বা জুসটপোজড, অচল এবং ভঙ্গুর নকশা বিশ্লেষণ করে প্রস্তাবিত এবং নির্মাণ কাজের বিকল্পগুলি বিশ্লেষণ করা হয়। উল্লেখিত সকল কারন বিবেচনা করে শেওলাতে বিদ্যমান ল্যান্ড কাস্টম সাইটকে শেওলা স্থলবন্দরের উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত এবং টেকসই বিবেচনা করা হয়েছে এবং ফলস্বরূপ স্থলবন্দর উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত স্থলবন্দরের এলাকায় পরিবেশ সম্পর্কে বিশদ গবেষণা পরিচালিত হয়েছে।

স্টেকহোল্ডার এবং জনসাধারণের পরামর্শ: স্টেকহোল্ডার এবং জনসাধারণের পরামর্শ নেওয়ার কার্যক্রম পরিবেশগত মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার একটি অপরিহার্য অঙ্গ এবং তা নিশ্চিত করার জন্য আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে উভয় ভাবেই স্টেকহোল্ডার এবং সাধারণ জনগণের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং মতামতকে বিবেচনায় নেওয়া হয়। পূর্বাভাসকৃত নেতিবাচক প্রভাবগুলি হ্রাস করার জন্য নকশা, নির্মাণ পদ্ধতি এবং সময়ের সাথে পরিবর্তন বিবেচনা করে তথ্য প্রকাশ এবং রেকর্ড করা করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে পরিবেশ অধিদপ্তর তথা বাংলাদেশ সরকারের আইন এবং বিদ্যমান বিশ্বব্যাংকের পরিবেশ বিধিমালা অনুযায়ী পরামর্শের গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা হয়। পরামর্শ গ্রহণের জন্য যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় তার প্রাথমিক পদ্ধতিগুলি হল:

- একক পরামর্শ / আলোচনা
- মূল তথ্যের সাক্ষাৎকার
- দল/গোত্র ভিত্তিক আলোচনা
- পূর্ব ঘোষিত উন্মুক্ত পরামর্শ সভা

২০১৬ সালের এপ্রিলে, দুবাগ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পরামর্শককে সহায়তা করার জন্য স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের প্রকল্প এলাকার বেশ কয়েকটি স্থানে জনসভা ও এফজিডি করার জন্য অনুরোধ করে। দুবাগ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বক্রিয় ভূমিকা পালন করেন ও পরামর্শ সভাগুলির সভাপতিত্ব করেন। প্রকল্পের প্রস্তুতি চলাকালীন সময়ে এবং স্থানীয় জনসাধারণের সাথে খসড়া ইআইএ প্রতিবেদনটি জানানোর জন্য ৭ মে ২০১৬ তে শেওলা পূর্ব ঘোষিত উন্মুক্ত পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভার এক সপ্তাহ আগে লিফলেটের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের কাছে পরামর্শ সভার বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছিল। পোস্টারগুলি প্রকাশ্য স্থানে (ইউনিয়ন পরিষদের ভবনে ও বাজারে) প্রদর্শিত হয়েছিল। সকল ধরণের স্টেকহোল্ডার, উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউপি চেয়ারম্যান, ব্যবসায়ী নেতা, স্থানীয় অভিজাত, মসজিদের ইমাম, হোটেল মালিক, ট্রাক চালক, সিএন্ডএফ এজেন্টসহ প্রকল্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিরা (PAPs) উপস্থিত ছিলেন এবং মতবিনিময় সভায় অংশ নিয়েছিলেন। অধিকন্তু, স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা এবং শুল্ক কর্মকর্তাদের সাথেও বৈঠক করা হয়েছিল। শেওলা স্থলবন্দর প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে জেনে তারা খুশি হয়েছিলেন। তারা নির্মাণ পূর্ববর্তী, নির্মাণকালীন ও কার্যক্রম শুরু হওয়ার সময় সঠিক ভাবে পরিবেশের উপর প্রভাব প্রশমনের ব্যবস্থা করার সাথে সাথে তাদের জমি অধিগ্রহণ, অবকাঠামো ও জীবিকার ক্ষতি হলে তার যথাযথ ক্ষতিপূরণ চান। তারা প্রতিবেদন তৈরীতে সাহায্য করছেন কারণ তারা আশা করছেন যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে।

খসড়া পরিবেশ ও সামাজিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন সম্পর্কে জাতীয় পর্যায়ে পরামর্শ সভা ২০১৬ সালের ১০ আগস্ট বিএলপিএ-এর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এই স্থানীয় এবং জাতীয় পরামর্শ সভাগুলির আলোকচিত্র যথাক্রমে মূল প্রতিবেদনের শেষে দেওয়া হয়েছে। এসব পরামর্শকালে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত লিফলেট বিতরণ করা হয়েছিল (যা স্থানীয় ভাষা বাংলায় প্রস্তুত করা হয়েছিল) এবং বড় আকারের পোস্টারগুলিও অনুষ্ঠানস্থলে প্রদর্শিত হয়েছিল। পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়েছিল। সেই সাথে অংশগ্রহণকারীদের সামাজিক এবং পরিবেশগত সমস্যাগুলি সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে উৎসাহিত করা হয়েছিল।

ইএমপি সভা শুরুর আগে নিম্নলিখিত উপকরণগুলি প্রচার করা হয়েছিল এবং স্টেকহোল্ডারদের সাথে ইতিবাচক এবং গঠনমূলক সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং প্রকল্প সম্পর্কে তাদের জ্ঞান উন্নত করতে পরামর্শ সভার একদিন আগেই সকল স্টেকহোল্ডার এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল যাতে তারা প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসা এবং দরকারী পরামর্শ প্রদান করতে পারে। এই উপকরণগুলি ছিল:

- প্রস্তাবিত প্রশমনগুলির সংক্ষিপ্তসার প্রকল্প সভায় প্রকাশ
- প্রকল্পের কার্যক্রমের বিশদ বিবরণী, বাংলায় লিফলেট / ব্রোশিওর সহ লিখিত এবং দৃষ্টিলব্ধ তথ্য
- পরিবেশগত প্রভাব চিহ্নিতকরণ
- খসড়া ইএমপি (EMP)
- অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া (জিআরএম)

জনগণের সাথে পরামর্শের ফলে সাধারণ প্রাপ্তিসমূহ: পরামর্শে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের দ্বারা বর্ণিত কয়েকটি মূল বিষয় নীচে বর্ণিত হয়েছে। নিচু জায়গা হতে ভরাট মাটি সংগ্রহ, নিচু জায়গা অধিগ্রহণ, কৃষি জমির আংশিক অধিগ্রহণ এবং অবস্থিত স্থাপনা সমূহের অপসারণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা, কর্মসংস্থান ও যাতায়াতের সুবিধা, দুর্ঘটনা, শব্দ দূষণ, বায়ু দূষণ, যানবাহনের আদিক্য হওয়ার আসংকায় সুনিয়ন্ত্রিত চলাচলের ব্যবস্থা। পরামর্শকালে অংশগ্রহণকারীরা মানব পাচারের বিষয়টি উল্লেখ করেনি। যেহেতু এটি একটি আনুষ্ঠানিক সীমান্ত ক্রসিং পয়েন্ট, তাই প্রকল্পটি অবৈধ সীমান্ত অতিক্রম হ্রাসের মাধ্যমে এই সমস্যা হ্রাস করতে ভূমিকা রাখবে। বন্দরের উন্নয়ন স্থানীয় জনগণকে সীমান্ত পারাপারে বৈধ পথ ব্যবহার করতে উৎসাহিত করবে।

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা এবং পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা: ইএমপির মূল উদ্দেশ্য হল প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিরূপ প্রভাবগুলিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে পরিবেশ ও লোকজনের উপর বিরূপ প্রভাব হ্রাস পায়। ইএমপির এর নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি হল:

- প্রকল্পের নেতিবাচক প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রশমন ব্যবস্থাগুলির বাস্তবায়নকে সহজতর করা;
- প্রকল্প থেকে সর্বোচ্চ সম্ভাব্য সুবিধা পাওয়া এবং নেতিবাচক প্রভাবগুলি নিয়ন্ত্রণ করা;
- প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়গুলো পরিচালনার জন্য বিএলপিএ, ঠিকাদার, পরামর্শদাতা এবং প্রকল্প দলের অন্যান্য সদস্যদের জন্য দায়িত্ব নির্ধারণ করা।

পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া নির্ধারণ এবং পর্যবেক্ষণের জন্য উপাদানসমূহ সনাক্ত করতেঃ

- সমস্ত প্রশমন পদক্ষেপ সম্পূর্ণ ভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে
- প্রশমন ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে হবে
- বাস্তুসংস্থানের ধারা রক্ষা করা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং যতটুকু সম্ভব নষ্ট হওয়া প্রাকৃতিক সম্পদ পুনরুদ্ধার করতে হবে; এবং
- বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের জন্য পরিবেশগত প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারন করতে হবে।

ইএমপির কিছু কাজ প্রকল্প এলাকা ভিত্তিক নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হবে। ইএমপি এর একটি উদ্দেশ্য হল প্রকল্পের প্রতিটি নেতিবাচক প্রভাব প্রশমন করার পদ্ধতি চিহ্নিতকরা এবং নথিভুক্ত করা। প্রকল্পটির পরিচালনা পরিষদ পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার সাথে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তি এবং স্টেকহোল্ডারদের দায়িত্ব পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করবে। বিএলপিএ পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করার তদারকির দ্বায়িত্বে থাকবে। বর্তমান সময়ের কোভিড-১৯ মহামারী এবং এর পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যয়কে বিবেচনায় রেখে প্রকল্পের দায়িত্বরতরা শুধুমাত্র নির্মাণ কাজ এবং কার্যক্রম চলার সময়ই নয়, প্রকল্প বন্ধ বা সমাপ্ত হয়ার সময় এবং সমাপ্ত হওয়ার পরেও ইআইএ প্রতিবেদন অনুসারে প্রয়োজনীয় পরিবেশগত প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা: প্রকল্প বাস্তবায়নের নেতৃত্ব দেবে প্রকল্প বাস্তবায়ন শাখা (পিআইইউ) যা ইতিমধ্যে বিএলপিএর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত বিভিন্ন কাজের অংশগুলো করার জন্য পিআইইউ ইআইএ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন প্রস্তুতকারক পরামর্শদাতা সংগ্রহের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। পিআইইউর নেতৃত্বে রয়েছেন প্রকল্প পরিচালক (পিডি)। পিআইইউ যোগ্য কর্মী সহ পরিবেশগত ও সামাজিক (ইএন্ডএস) সেল নিয়ে গঠিত। এই ইএন্ডএস সেল পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলিতে

পিআইইউকে সহায়তা করবে এবং নির্মাণ কাজ তদারকির পরামর্শদাতা (সিএসসি) ও ঠিকাদারদের তদারকি করবে এবং নির্মাণকাজের সম্পূর্ণ সময়ে ইএমপি অনুসরন করার ত্রৈমাসিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনগুলি সংকলন করে প্রকল্প পরিচালক এবং বিশ্ব ব্যাংকের কাছে উপস্থাপন করবে। ইএন্ডএস সেল প্রকল্পের নির্মাণ এবং ওএন্ডএম উভয় পর্যায়ের কাজ পরিবেশগতভাবে আনুসরন করা হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের দ্বায়িত্বে থাকা বিএলপিএ এর কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। তদুপরি, বিএলপিএ প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য স্থায়ী পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করবে, যারা কার্যক্রম শুরু হলে এবং রক্ষণাবেক্ষণের সময় পরিবেশগত প্রশমন ব্যবস্থার তদারকি করার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।

প্রকল্পের ইএমপি বাস্তবায়ন সহ পরিবেশগত কাজের সার্বিক দায়িত্ব পিআইইউর থাকবে। তারা নিজস্ব পরিবেশগত এবং সামাজিক বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি, নির্মাণ কাজের সময় ঠিকাদার যেন পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা সঠিক ভাবে অনুসরন করে তা তদারকি করতে নির্মাণ কাজ তদারকির পরামর্শদাতাকে (সিএসসি) নিযুক্ত করবে। সিএসসি ইএমপি ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি নকশার উপাদানগুলোসহ পরিবেশগত মানের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করবে।

অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়াঃ বিএলপিএ তার বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে প্রকল্পের জন্য একটি অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া (জিআরএম) চালু করে। এই প্রকল্পের জন্য একটি তিন স্তরের অভিযোগ প্রতিকার কমিটি (জিআরসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। ধাপ-১ জিআরএম বন্দরের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার থেকে একজন প্রতিনিধি এবং ক্ষতিগ্রস্থ জনসাধারণের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত । পরিবেশের সমস্যা সম্পর্কিত অভিযোগগুলি নিয়ে কাজ করার সময় এই কমিটি সিএসসি এবং ইএন্ডএস সেলের পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবে। জিআরএম এর স্তর-২ এই প্রকল্পের পরিচালক, বিএলপিএর জিআরএম অফিসার (বিএলপিএ এর বোর্ডে ইতিমধ্যে একজন জিআরএম অফিসার রয়েছে) এবং জেলা সরকারের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত। জিআরএমের তৃতীয় স্তরটিতে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব রয়েছেন । অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় এবং ক্ষতিগ্রস্থদের সাথে যোগাযোগ করা হবে। অভিযোগ গ্রহণের জন্য একটি টোল ফ্রি নম্বরও স্থাপন করা হবে। ইএন্ডএস সেলের বিস্তারিত বিবরণ মূল ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রদান করা হয়েছে।

দক্ষতা তৈরীঃ ফলপ্রসূ ভাবে পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষার চাহিদাগুলোর কার্যকরী প্রয়োগের জন্য দক্ষতা তৈরী ইএমপির একটি প্রধান উপাদান। বিএলপিএ, ইএন্ডএস সেল, সিএসসি এবং ঠিকাদারগণ সহ প্রকল্পের সকল স্তরের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাপনার জন্য দক্ষতা বাড়ানোর প্রয়োজন। নির্মাণের কাজের স্থানে, সিএসসি এর নেতৃত্ব দক্ষতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে, যদিও ঠিকাদাররা তাদের নিজস্ব কর্মী এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্ব পালন করবে। দক্ষতা তৈরীর আওতায় রয়েছে সাধারণ পরিবেশগত ও সামাজিক সচেতনতা, এলাকার পরিবেশগত এবং সামাজিক সংবেদনশীলতা এবং প্রকল্পের ফলে সৃষ্ট প্রধান পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব, ইএমপির প্রয়োজনীয়তা, ওএইচএসের বিভিন্ন দিক এবং বর্জ্যের নিষ্পত্তি। এছাড়াও নির্মাণ কাজের এলাকায় বিভিন্ন পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য পরামর্শ মূল ইআইএ প্রতিবেদনে দেওয়া হয়েছে।

দলিল প্রস্তুত করা: সিএসসি এবং ঠিকাদারদের সহায়তায় ইএন্ডএস সেল নিম্নলিখিত পরিবেশগত প্রতিবেদনের দলিল তৈরি করবে:

পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন: নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়ে পরিবেশগত পর্যবেক্ষণের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন এবং বাৎসরিক প্রতিবেদন তিন বছরের জন্য নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পরে জমা দেওয়া হবে।

প্রকল্পের সমাপ্তির পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন: নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার এক বছর পরে, ই এন্ড এস সেল একটি প্রকল্প সমাপ্তির পরিবেশ পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন জমা দেবে যা প্রকল্পের সামগ্রিক পরিবেশগত প্রভাবগুলির সংক্ষিপ্তসার করবে।

ইএমপি বাস্তবায়নের ব্যয়: পরিবেশগত প্রভাব প্রশমন করতে প্রাক্কলিত বিশদ ব্যয় দরপত্র দলিলে দেওয়া হয়েছে।

উপসংহার: এই ইআইএর প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যে, প্রকল্পের সাথে জড়িত সম্ভাব্য তবে সীমিত যে পরিবেশের প্রভাব তা কমাতে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণে সতর্কতার সাথে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

প্রস্তাবিত প্রভাব প্রশমন ব্যবস্থাগুলির বাস্তবায়ন বিবেচনায় রেখে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে প্রকল্পের সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাবগুলো গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে থাকবে। জনগণের পরামর্শ এবং প্রকল্পের এলাকাকে বিবেচনায় রাখা হয়েছে এবং স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত পরামর্শগুলি হালনাগাদকৃত প্রকল্প পরিকল্পনা বা পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।